

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

49614 - রমযানরে দনিরে বলোয় স্ত্রীর সাথে যা কিছু করা জায়যে

প্রশ্ন

রমযানরে দনিরে বলোয় স্ত্রীর পাশে ঘুমানো কি স্বামীর জন্য জায়যে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

হ্যাঁ; এটি জায়যে। বরঞ্চ স্বামীর জন্য সহবাস ব্যতীত বা বীর্যপাত ব্যতীত নজিরে স্ত্রীকে উপভোগ করা জায়যে আছে।

ইমাম বুখারি (১৯২৭) ও মুসলিম (১১০৬) আয়শো (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোযা রখে স্ত্রীকে চুম্বন করতেন; স্ত্রীর সাথে মুবাশারা (আলঙ্গন) করতেন। এবং তিনি ছিলেন তাঁর যটোনাকাঙ্ক্ষাকে নয়িন্ত্রণে সবচেয়ে সক্ষম ব্যক্তি।

সন্দি বলেন:

তাঁর কথা: ইউবায়রু (بيباشر) বা মুবাশারা করতেন এ কথার অর্থ হচ্ছে- স্ত্রীর চামড়ার সাথে তার চামড়া ছোঁয়ানো। যমেন- গালরে উপর গাল রাখা এবং এ জাতীয় কিছু।

উদ্দেশ্য হচ্ছে- চামড়ার সাথে চামড়া লাগানো। এখানে মুবাশারা দ্বারা- সহবাস উদ্দেশ্য নয়।

শাইখ উছাইমীনকে জিজ্ঞাসে করা হয়েছিল:

রোযাদার স্বামীর জন্য রোযাদার স্ত্রীর সাথে কী করা জায়যে?

উত্তরে তিনি বলেন:

ফরজ রোযা পালনকারী স্বামীর জন্য তার স্ত্রীর সাথে এমন কিছু করা জায়যে হবে না; যাতে করে তার বীর্যপাত হয়ে যতে

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

পারবে। এ ক্ষেত্রে সব মানুষ এক রকম নয়। কারো বীর্যপাত দ্রুত হয়ে যায়; আবার কারো ধীরে ধীরে হয় এবং সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার সক্ষমতা রাখে। যমেনটি আয়শো (রাঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বলছেন যে, তিনি ছিলেন স্বীয় যৌন চাহিদা নিয়ন্ত্রণে সবচেয়ে সক্ষম ব্যক্তি।

আবার কিছু লোক আছে যারা নিজদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না; তার বীর্যপাত দ্রুত হয়ে যায়। এমন ব্যক্তি ফরজ রোযা পালনকালে তার স্ত্রীকে চুম্বন করা, আলঙ্ঘন করা ইত্যাদি মাধ্যমে ঘনষিষ্ট হওয়া থেকে তাকে সাবধান থাকতে হবে। আর যদি ব্যক্তি নিজেরে ব্যাপারে জানে যে, সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে তাহলে তার জন্য স্ত্রীকে চুম্বন করা ও জড়িয়ে ধরা জায়যে আছে; এমনকি ফরয রোযার মধ্যও। তবে, সাবধান! সহবাসে ব্যাপারে সাবধান! রমযান মাসে যার উপর রোযা রাখা ফরজ সে যদি সহবাসে লিপ্ত হয় তাহলে তার উপর পাঁচটি বিষয় অবধারতি হবে:

এক: গুনাহ।

দুই: রোযা ভঙ্গে যাওয়া।

তিন: দিনের অবশিষ্ট অংশ পানাহার ও সহবাস থেকে বরিত থাকা ফরজ। যে কোন ব্যক্তি কোন শরয়ি ওজর ছাড়া রমযানরে রোযা ভঙ্গ করবে তার উপর বরিত থাকা ও সদিনেরে রোযা কাযা করা ফরজ।

চার: সদিনেরে রোযা কাযা করা ফরয। কারণ সে ব্যক্তি একটি ফরয ইবাদত নষ্ট করেছে; যার কারণ তার উপর এ ইবাদত কাযা করা ফরজ।

পাঁচ: কাফফারা দোয়া। এ কাফফারা হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন কাফফারা: একজন কৃতদাস আযাদ করা। কৃতদাস না পলে লাগাতর দুইমাস রোযা রাখা। সটোও করতে না পারলে ষাটজন মসিকীনকে খাবার খাওয়ানো।

আর যদি রোযাটি ফরজ রোযা হয় তবে রমযান ছাড়া অন্য কোন মাসে; যমেন যে ব্যক্তি রমযানরে কাযা রোযা পালন করছে; এমন রোযা ভঙ্গ করলে দুইটি বিষয় অবধারতি হবে: গুনাহ ও রোযাটি কাযা করা। আর যদি রোযাটি নফল রোযা হয় তাহলে কোন কিছু আবশ্যক হবে না। সমাপ্ত